শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে সাধু পল

[শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে যে সকল নিবেদিতপ্রাণ কাটেখিষ্ট আদর্শ ধর্মপ্রচারক সাধু পলের পথ অনুসরণ করে দীর্ঘদিন প্রচারকাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন, তাদেরই সহজ-সরল কথাগুলো এখানে তুলে ধরা হল]

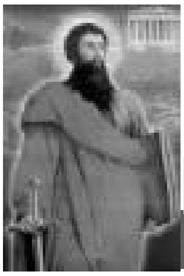

বাণী প্রচারে পলের অনুসারী আমার পথ-চলা

– মিঃ পিতর মণ্ডল

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণকারী আমি ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিমুলিয়া ধর্মপল্লীর বিভিন্ন উপকেন্দ্রে একজন কাটেখিষ্ট হিসেবে পালকীয় দায়িত্ব পালন করেছি। ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে আমি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে উলাসী গ্রামে বসবাস শুরু করি এবং নিজ গ্রামে খণ্ডকালীন কাটেখিষ্ট হিসাবে মণ্ডলীর পালকীয় কাজে সহযোগিতা করছি। পাল পুরোহিতের নির্দেশে মাঝে-মধ্যে অন্যান্য উপকেন্দ্রেও সহযোগিতা দান করছি।

ছাত্র অবস্থা থেকেই আমি ধর্মীয় উপাসনা অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, ধর্মশিক্ষা, গীর্জার কাজ ও ধর্মীয়সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী ছিলাম। উপাসনা অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তৎকালীন পালপুরোহিত ফা: মারিও ভেরোনেসী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একদিন তিনি আমাকে তার মোটর সাইকেলের পিছনে তুলে নিয়ে একটি গ্রামে গেলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি এখন থেকে এই গ্রামে ধর্মশিক্ষা দেবে এবং রবিবাসরীয় উপাসনা পরিচালনা করবে। সেই থেকে আমার এই পথ-চলা।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ জন কাটেখিষ্টের সাথে আমি যশোর জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক মাসের এক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করি। বয়সে আমি ছিলাম সকলের ছোট এবং এ পথযাত্রায় একেবারে নতুন। বয়সে নবীন বলে সকলের আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসায় আমি আমার প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করলাম। শেষ দিনে ফলাফল ঘোষণায় আমি ৪র্থ স্থান লাভ করি। তৎকালীন পরিচালক ফাঃ মারিনো রিগন গভীর আন্তরিকতায় আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন । পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, শান্তিতে যাও, মঙ্গলবাণী প্রচার কাজে সাহস ধর, নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন কর, ঈশ্বর তোমার সহায় থাকবেন। ফাদারের আশীর্বাদ আর প্রভু যীশুর কথা ‘তোমরা যাও সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর’ অন্তরে গেঁথে নিয়ে আমার যাত্রা শুরু করলাম।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমি পূর্ণ কাটেখিষ্ট হিসেবে

মঙ্গলবাণী প্রচার কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হই। আমার সীমিত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে আমি পালকীয় দায়িত্ব পালনে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। পালকীয় সকল কর্মকাণ্ড ও সমাজ পরিচালনায় পালক পুরোহিতগণের অফুরন্ত সহযোগিতা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে ৩৩ বছর নিরবচ্ছিন্ন এই পথ চলতে সহায়তা করেছে।

"প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে ....পদদলিত মানুষকে মুক্ত ক'রে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে" (লুক ৪:১৮-১৯)।

❑ পালকীয় কাজে যে দিকগুলি সাধু পল উৎসাহিত করেন –

- ব্যক্তিগত জীবনে ধ্যান-প্রার্থনা ও ঐশবাণী ভিত্তিক জীবন যাপন করতে
- বিশ্বস্ততার সাথে পালকীয় কাজের দায়িত্ব পালন করতে
- মণ্ডলীর পরিচালকগণের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে
- জনগণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে
- লোকদের নিকট থেকে সেবা বা সম্মান পাওয়ার আশা না করতে।

" ঐশবাণী প্রচার কর, সময়ে-অসময়ে উদ্যমের সঙ্গে তা প্রচার কর! মানুষের যত ভুল ধারণা ভেঙে দাও,....আর সর্বদাই সহিষ্ণু হয়ে, ধর্মশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই ওই সব-কিছু কর!" (২তিমথি ৪:২)

❑ সাধু পল যে দিকগুলি নিরুৎসাহিত করেন –

- বাণী প্রচারক হিসাবে পালকীয় দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা, দায়-সারা গোছের কাজ করা, মণ্ডলীর পরিচালকদের নির্দেশ অমান্য করা
- ধ্যান প্রার্থনা বাণী পাঠের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া ধর্মশিক্ষা উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করা
- প্রচারকের কাজটিকে আহ্বানের দৃষ্টিতে না দেখে চাকুরীর মনোভাব নিয়ে কাজ করা
- নেশা বা অবৈধ কাজ-কর্মে জড়িত থাকা
- জনগণের বিপদ-আপদ, সমস্যায় সহযোগিতা না করা এবং এড়িয়ে চলা

প্রচারকাজে আমার আনন্দময় দিকসমূহ :

- ৪০ বছর আমার পালকীয় কর্মজীবনে আমার পাল-পুরোহিতগণকে আমার কাজের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি।
- আমার ধর্মশিক্ষাদান ও ব্যক্তিগত পরামর্শে অনেক খ্রীষ্টভক্ত আজ আদর্শ খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন করছেন।
- আমার দ্বারা সম্প্রসারিত উপার্জনমুখী কার্যক্রম – খেজুর পাতা ও ছনের তৈরী হস্তশিল্পের কাজটি থেকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই অর্থ উপার্জন করছে।
- আমার ধর্মশিক্ষাদান ও পরামর্শে গড়া আজ অনেকে কাটেখিষ্ট, ফাদার ও সিষ্টার হয়েছেন। উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তারা সমাজে সেবাদান করে চলেছেন, যাদের মধ্যে আমার সন্তানেরাও আছে – তাদের সকলের জন্য আমি আনন্দিত।

প্রচারকাজে আমার নিরানন্দের দিকগুলো :

- "প্রবক্তা শুধু নিজের দেশে, নিজের পরিজনদের কাছেই অসম্মানিত হন" (মথি ১৩:৫৭-৫৮)। যীশুর এ উক্তি আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছিল। কারণ আমি নিজ গ্রামে আমার সেবাদান কাজকে এগিয়ে নিতে পারিনি। কেবল মাত্র তাদের আপোষহীন মনোভাবের কারণে। ফলে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার নিজ গ্রাম ছেড়ে বর্তমান উলাসীতে আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

- ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরুত্থান পর্ব দিবসে উলাসী উপকেন্দ্রে মাণ্ডলিক সমস্যাকে ঘিরে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যায়। তৎকালীন পাল পুরোহিতের অপরিপক্ব সিদ্ধান্তের/ পরিকল্পনার কারণে আমাকে জনগণের বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যা ছিল দুঃখজনক।

- আমার জীবন-অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালকের সহযোগিতায় 'প্রভুর দিন' নামক একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা পুস্তিকা প্রকাশ করি। কিন্তু 'কম্যুনিকেশন গ্যাপ'-এর কারণে এ কাজের জন্য অযৌক্তিকভাবে আমি আমার পাল পুরোহিতের নিকট তিরস্কৃত হয়েছিলাম, যা আমাকে মর্মাহত করেছিল।

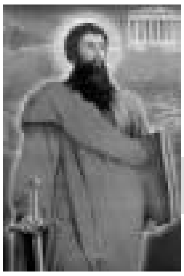

বাণী প্রচারে পলের অনুসারী আমার পথ-চলা

– *মনোরঞ্জন মণ্ডল*

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চের বিকেলবেলা। প্রয়াত ফা: মারিও ভেরোনেসী বিপশ মাইকেল ডি রোজারিওকে সঙ্গে নিয়ে বসন্তপুর গ্রামে আসেন। তখন বসন্তপুর গ্রামের রাস্তা ছিল দুর্গম। গ্রামে মাত্র একটি খ্রীষ্টান পরিবার। ফিরে আসার পথে বিশপ মহোদয়ের সাইকেলটি পাংচার হয়ে যায়। সাইকেলটি মেরামতে সাহায্য করার জন্য আশেপাশে কেউ ছিল না। নিকটেই আমরা বেশ কয়েকটি হিন্দু পরিবার। আমি তখন যুবক। বিশপ ও ফাদারের এ অবস্থায় সাইকেলটি মেরামতের জন্য তিন/চার কিলোমিটার দূরে একটি দোকানে নিয়ে গেলাম। কিন্তু দোকানটি বন্ধ থাকায় মেরামত সম্ভব হল না। বয়সের দিক দিয়ে বিশপ ছিলেন নবীন আর ফাদার ছিলেন প্রবীণ। ফাদার নিজের সাইকেলটি বিশপকে দিলেন এবং বিশপের সাইকেলটি নিয়ে তিনি সারাপথ হেঁটে শিমুলিয়া ফিরে গেলেন। ঘটনাটি আমার মনে রেখাপাত করে। ভাবতে ভাবতে মনে মনে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু তিনদিন পরে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ফাদারের সাথে আমার আর দেখা করার সুযোগ ঘটল না কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে ফাদার শহীদ মৃত্যুবরণ করলেন। স্বাধীনতার পরে ফাদার ভ্যালেরিয়ান কব্বের সঙ্গে দেখা ক'রে আমার ও আমার পরিবারের সকলের ইচ্ছার কথা তাকে জানালাম। তিনি প্রয়োজনীয় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করে আমাদের সকলকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। তিনি আমাকে স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি রবিবারে বসন্তপুর ও গাতিপাড়া গ্রামে রবিবাসরীয় উপাসনা পরিচালনা ও ধর্মশিক্ষার কাজে সহযোগী হিসাবে কাজ করতে বললেন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর গুলিতে ফাদার কব্বে নিহত হলে ফাদার ক্রেস্তানির নিবিড় তত্ত্বাবধানে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে আমি আরও অধিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেলাম, বিশেষ ভাবে সংস্কারগুলির উপর তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন। পরবর্তীতে পাল পুরোহিত ফাদার আত্তিলিও আমাকে জগদানন্দকাঠি গ্রামের কাটেখিষ্ট হিসাবে কাজের দায়িত্ব দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে জগদানন্দকাঠি গ্রামে পাঠাচ্ছি, সেখানে তুমি কাটেখিষ্ট হিসাবে কাজ করবে। ফাদারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে আমি, আমার স্ত্রী ও ২ টি শিশু সন্তানকে নিয়ে জগদানন্দকাঠি গ্রামে চলে গেলাম। বয়সে নবীন, খ্রীষ্টান হিসাবে নব দীক্ষিত তাই আমি যথেষ্ট ভয়ের মধ্যে থাকতাম কারণ গ্রামটি ছিল শিমুলিয়া ধর্মপল্লীর সর্বপ্রথম খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত গ্রাম। গ্রামে বসবাসরত অনেক দিনের পুরোনো খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালবাসায় আমি আস্তে আস্তে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। অধিকাংশ সময় আনন্দের মধ্য দিয়ে আমার কাজ করেছি। বিশেষ করে প্রাচীন কাটেখিষ্ট শ্রদ্ধেয় পিটার দাদার সহযোগিতায় কাজটি হয়ে উঠেছিল আরও আনন্দের। দু'জন দুটি সাইকেলের পিছনে বিছানাপত্র বেঁধে প্রত্যন্ত গ্রামে ভাগাভাগি করে পালকীয় কাজ করেছি। ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষাদান, মহিলাদের সাথে সভা পরিচালনা, জপমালা প্রার্থনা, পরিবার পরিদর্শন, সন্ধ্যায় গ্রাম্য পরিষদের সাথে মিটিং, বাইবেল সহভাগিতা প্রভৃতি বিষয়গুলো ছিল আমাদের নিত্যদিনের কর্মসূচী। শনিবার বিকেলে দু'জন দুটি গ্রামে যেতাম। সেখানে রাত্রিযাপন করে পরের দিন রবিবাসরীয় উপাসনা পরিচালনা ক'রে দিনের শেষে ফিরে আসতাম। আজও সে যাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

❑ পালকীয় কাজে যে দিকগুলি সাধু পল উৎসাহিত করেন –

এ ধর্মপল্লীর অধিকাংশ ভক্ত জনগণ ধর্মপ্রাণ। প্রায় সকলে রবিবাসরীয় উপাসনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। কুমারী মারীয়া প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি প্রকাশ ক'রে তারা গীর্জাতে, গীর্জার পাশে গ্রটোতে ও ধর্মপল্লীর প্রবেশমুখে অবস্থিত কুমারী মারীয়ার মূর্তির সামনে কোন নির্ধারিত সময়সূচী ছাড়াই জপমালা আবৃত্তি ও প্রার্থনা করে থাকে। কুমারী মারীয়া সেনাসংঘ ও প্রভাতের তারা নামে মারীয়াভক্ত মায়েদের ২টি সংঘ আছে। বৃদ্ধ পিতাদের

আছে সাধু যোসেফের সংঘ যারা সপ্তার নির্ধারিত দিনে খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করে। গরীব-দুঃস্থ রোগীদের সেবায় ধর্মপল্লীর প্রতিটি উপকেন্দ্রে সাধু ভিনসেন্ট ডি পল সংঘ কাজ করে যাচ্ছে। তরুণীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে কাপিতানিও সংঘ। সংসারের ব্যয় নির্বাহে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা হস্তশিল্পের কাজ থেকে বাড়তি উপার্জন করে থাকে। সঞ্চয় ও আর্থিক সহায়তার জন্য উপধর্মপল্লীগুলোতে ঋণদান সমিতি গঠিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্ম শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে।

❑ সাধু পল যে দিকগুলি নিরুৎসাহিত করেন –

- সুদের কারবারী মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ ক'রে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া।

- তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ। "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদের কাছে একান্ত আবেদন জানাচ্ছি, ভাই, তোমাদের কথাবার্তায় যেন একটা মতৈক্যের ভাব ফুটে উঠে, তোমাদের মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র দলাদলি না থাকে, বরং একই মনোভাব, একই বিচার বিবেচনার বন্ধনে তোমরা যেন সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠ!" (১করি ১:১০)

- অনৈতিকতা। "এই কথা তো চারদিকে শোনা যাচ্ছে যে, তোমাদের মধ্যে নাকি যৌন অনাচার দেখা দিয়েছে, এমনই অনাচার যা নাকি বিধর্মীদের মধ্যেও দেখা যায় না...তোমাদের তো মর্মাহত হওয়াই উচিত ছিল, যে লোক অমন কাজ করছে, তাকে তোমাদের মধ্য থেকে বের করে দেওয়াই উচিত ছিল" (১করি ৫:১-২)।

- নিজেদের সমস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সমাধান না ক'রে সমাজের বাইরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে সমাধান চাওয়া বা আদালতে যাওয়া। "তোমাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আর একজনের বিবাদ হলে তার একটা বিচার-নিষ্পত্তির জন্যে পুণ্যজনদের মণ্ডলীর কাছে না গিয়ে সে কি সত্যিই বিধর্মীদের আদালতে যেতে কখনো সাহস করে ? ....তুচ্ছ ব্যাপারে বিচার করার যোগ্যতাও কি তোমাদের নেই ? ...যদি কোন পার্থিব ব্যাপারে বিচারের প্রয়োজন হয়, তাহলে মণ্ডলীর দৃষ্টিতে যাদের কোন প্রতিষ্ঠাই নেই, তাদের তোমরা কী করেই বা বিচারাসনে বসাতে যাও ? তোমাদের মধ্যে কি জ্ঞানী এমন একজনও নেই, যিনি ধর্মভাইদের যত বিবাদের নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন ?" (১করি ৬:১-৬)

- দাম্পত্য কলহ । "খ্রীষ্টকে সম্ভ্রম কর ব'লেই তোমরা পরস্পরের প্রতি অনুগত হয়ো। পত্নীরা, তোমরা যেমন প্রভুর অনুগত, তেমনি তোমাদের স্বামীরও অনুগত হয়ো। ... কেউই নিজের দেহকে ঘৃণা করে না কখনো। ... তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্ত্রীকে নিজের মতোই ভালবেসো এবং স্ত্রীও যেন তার স্বামীকে শ্রদ্ধা ক'রেই চলে!" (এফেসীয় ৫:২১-২২,২৯,৩৩)

ইতালীর ম্যাজিওরে অবস্থিত সাধু পলের গীর্জায় ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলেসান্দ্রো আলগার্দি নির্মিত সাধু পলের শিরোচ্ছেদ মূর্তি

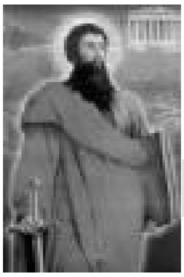

বাণী প্রচারে পলের অনুসারী আমার পথ-চলা

– আন্দ্রিয় বিশ্বাস

শিশুকাল আমার কেটেছে শিমুলিয়া অরফানেজে এক বিধবা মায়ের স্নেহ-ভালবাসায়। ছোটবেলায় ফাদার-সিষ্টারদের যত্নে ধর্মীয় জীবন গঠন ভালই ছিল। তরুণ বয়সে ভাগ্যের চক্রে আমাকে মায়ের হাত ধরে চলে আসতে নোয়াপাড়ায়। এখানে চরম দরিদ্রতা ও হতাশায় আমার জীবন ভিন্ন পথে পরিচালিত হল। অনৈতিক ও ধর্মবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়লাম। সে সময় আমার গ্রামে কাটেখিষ্ট হিসাবে পালকীয় কাজের দায়িত্ব ছিল মনোরঞ্জন মণ্ডলের উপর। তিনি আমাকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। আমার বর্তমান পরিণতিতে তিনি বেশ মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমার পিছনে সময় দিতে থাকলেন। ধর্মের প্রতি আমার অনীহা ও তীব্র বিরোধিতার মুখে তিনি হাল ছেড়ে দেননি। আস্তে আস্তে আমার মধ্যে পরিবর্তন শুরু হতে লাগল। আমি আবার আমার ধর্মীয় বিশ্বাসে ফিরে এলাম। আমার পরিবর্তন ও ধর্মীয় জীবন যাপনে পাল পুরোহিত আমাকে নোয়াপাড়া উপকেন্দ্রে পালকীয় কাজে দায়িত্ব দিলেন। এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে গিয়ে আমি অত্যাচারের সম্মুখীন হলাম। অত্যাচারিত হয়ে আমার গলার হাড় ভেঙ্গেছে, ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনায় পুলিশের নির্যাতনে হারিয়েছি দৃষ্টিশক্তি। আত্মীয়-অনাত্মীয়দের দ্বারা চরম ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছি। কিন্তু আমার অবস্থান থেকে আমি বিচ্যুত হইনি। পরম পিতার আশীর্বাদে আমি নিগৃহীত হয়েও আমার পালকীয় দায়িত্ব প্রচারকাজ আজও অব্যাহত রেখেছি। অটল বিশ্বাস ও মনের স্থিরতায় আমি কয়েকবার মৃত্যুর হাত থেকেও রেহাই পেয়েছি। দীর্ঘ ধর্মপ্রচারকে দায়িত্ব পালন কালে যেভাবে নিগৃহীত হয়েছি তাতে সাধু পলের কথায় বলতে হয়, “শুভ সংগ্রামে সংগ্রামী হয়েছি আমি, শেষ করেছি নির্দিষ্ট দৌড়, অটুট রেখেছি আমার খ্রীষ্টবিশ্বাস”(২তিমথি ৪:৭)।

সাধু পল বাণী প্রচারকালীন বিভিন্ন মণ্ডলীর জনগণকে লেখা পত্রে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছিলেন তারই কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি উল্লেখ করছি। আমরা সকলে ঈশ্বরের সন্তান :“স্বয়ং ঐশ আত্মা আমাদের অন্তারাত্মার সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে এই সত্যের সাক্ষি দিচ্ছেন যে, আমরা পরমেশ্বরের সন্তান ” (রোমীয়৮:১৬)। ভালবাসার কথা বলতে গিয়ে তিনি স্মরণ করতে চান : “ তোমরা কারও কাছে কোন ঋণ রেখো না, শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া” (রোমীয় ১৩:৮)। আমরা যেন খ্রীষ্টের আলোর পথেই চলি : “রাত্রি অনেকটা এগিয়ে গেছে, দিন শুরু হতে আর দেরী নেই। কাজেই এসো আমরা এখন অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ করি, এসো, এখন পরিধান করি আলোকের রণসজ্জা” (রোমীয় ১৩:১২)। এ ভাবে সাধু পল তার লেখার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনে এগিয়ে যেতে নির্দেশনা দান করেছেন।

❑ সাধু পল যে দিকগুলি নিরুৎসাহিত করেন –

- দলাদলি : “ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি আমি তোমাদের কাছে একান্ত আবেদন জানাচ্ছি, ভাই, তোমাদের কথাবার্তায় যেন একটা মতৈক্যের ভাব ফুটে ওঠে, তোমাদের মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র দলাদলি না থাকে, বরং একই মনোভাব, একই বিচার-বিবেচনার বন্ধনে তোমরা যেন সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠ!” (১করি ১:১০)।

- যৌন আচরণ : “এই কথা তো চারদিকেই শোনা যাচ্ছে যে, তোমাদের মধ্যে নাকি যৌন অনাচার দেখা দিয়েছে, এমনই অনাচার, যা কিনা বিধর্মীদের মধ্যেও দেখা যায় না।...আমি তোমাদের লিখেছিলাম, দুশ্চরিত্র মানুষের সঙ্গে তোমরা যেন কোন রকম মেলামেশা না কর” (১করি৫:১,৯)।

- মামলা-মোকদ্দমা : “... তোমাদের মধ্যে কি জ্ঞানী এমন একজনও নেই, যিনি ধর্মভাইদের যত বিবাদের নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন ? অথচ ভাইয়ে-ভাইয়ে কিনা মামলাই চলেছে, আর তাও আমার অবিশ্বাসীদের আদালতে” (১করি ৬:৫)।

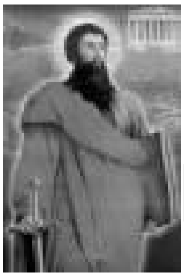

বাণী প্রচারে পলের অনুসারী আমার পথ-চলা

– জন মণ্ডল

বর্তমান আমার কর্মস্থলে ইতিপূর্বে পালকীয় সেবাদানকারী প্রচারকগণ বীজ বপন করে গিয়েছেন, বীজ থেকে গাছ হয়েছে। আর আমি সেই গাছের পরিচর্যার দায়িত্ব পেয়েছি মাত্র। আসলে এই বৃক্ষকে বাড়িয়ে তুলছেন স্বয়ং পরমেশ্বর। প্রচারকার্যে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বিরোধিতা যুগে যুগে বিভিন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, আজও হচ্ছে। তাই প্রচারক হিসেবে আমরা বাধাগ্রস্থ হলেও থেমে থাকি না। পরিবারে, সমাজে এবং মণ্ডলীতে নানাবিধ সমস্যা আমাকে মাঝে মাঝে হতাশাগ্রস্ত করে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ি। কিন্তু যখন সাধু পলের কথা মনে পড়ে যায় তখন আমি অনুপ্রাণিত হই, চাঙ্গা হয়ে উঠি। আমার চিন্তাভাবনায় কখনও ছিল না যে, আমি বাণী প্রচারক হব। কিন্তু ঈশ্বর আমার জন্য যা বরাদ্দ করে রেখেছেন তা আমি কীভাবে এড়িয়ে যেতে পারি ? এ কাজে যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হই, আমি স্মরণ করি সাধু পলের কথা, "...নিতান্তই ঐশ করুণায় যখন এই সেবাদায়িত্ব পেয়েছি, তখন আমরা কোন-কিছুতেই ভেঙ্গে পড়ি না" (২করি ৪:১)। সকল মানবীয় দুর্বলতার মধ্যে থেকে আমি বাণীপ্রচারকের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, আমি যেমন মনের শক্তি ও সাহসের যোগান লাভ করি তদ্রূপ আমার অন্যান্য ধর্মপ্রচারক ভাইয়েরা অনুরূপ শক্তি-সাহস লাভ করতে পারবেন সাধু পলের এই কথায়, "নির্যাতিত হই, কিন্তু নিঃসহায় হই না। ভূপাতিত হই, কিন্তু বিনষ্ট হই না। আমরা সর্বদা নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যুযন্ত্রণা বহন ক'রে চলি, যাতে যীশুর জীবনও আমাদের এই দেহের মধ্যে প্রকাশিত হয় !" (২করি ৪:৯-১০)।

❑ পালকীয় কাজে যে দিকগুলি সাধু পল উৎসাহিত করেন :

- বিশ্বাস : আমাদের ধর্মীয় জীবনে একমাত্র চাবি হল বিশ্বাস। তালাবদ্ধ ঘরের জন্য দরকার চাবি আর ঐশ রাজ্যে প্রবেশের জন্য চাবি হল খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস। সাধু পল তাই বলেছেন, "যারা যীশু-খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসী, ঈশ্বর তাদের বিশ্বাসের গুণেই তাদের অন্তরে ধার্মিকতা ফিরিয়ে আনেন–তাদের সকলের অন্তরে" (রোমীয় ৩:২২)।

- আশা : আশা মানুষের জীবনের চালিকা-মন্ত্র। আমরা আশায় আছি একদিন ঐশরাজ্যে খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হব। সাধু পল বলেন, "বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছে, ঈশ্বর কবে তাঁর সন্তানদের সেই মহিমার অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন" (রোমীয় ৮:১৯)।

- ভালবাসা : আমাদের অন্তরে ভালবাসা যদি না থাকে, তবে আমাদের বিশ্বাস, আশা সবই হবে অন্তঃসারশূন্য। ভালবাসার মধ্য দিয়েই একদিন আমরা খ্রীষ্টের সাথে পুনর্মিলিত হতে পারব। সাধু পল আমাদের ধর্মপল্লীর জনগণকে উৎসাহিত করছেন, "ঈশ্বর কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা এতেই প্রমাণ করেছেন যে, আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন" (রোমীয় ৫:৮)।

❑ সাধু পল যে দিকগুলি নিরুৎসাহিত করেন –

- দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে আমাদের ভুল মানসিকতা : সাধু পল বলেন, " নিজের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উঁচু ধারণা পোষণ ক'রো না; বরং তোমাদের অন্তরে ঈশ্বর যাকে যেমন খ্রীষ্টবিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই মতোই নিজেদের সম্বন্ধে সমীচীন ধারণা পোষণ কর!" (রোমীয়১২:৩)।

- দলাদলি : " ...তোমাদের মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র দলাদলি না থাকে, বরং একই মনোভাব, একই বিচার-বিবেচনার বন্ধনে তোমরা যেন সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠ! " (১করি ১:১০)

- মামলা-মোকদ্দমা : খ্রীষ্টীয় সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও অশান্তির মীমাংসায় আমাদের সমাজের অনেক খ্রীষ্টভক্ত অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। সাধু পল বলেন, "... একটা বিচার-নিষ্পত্তির জন্যে পুণ্যজনদের মণ্ডলীর কাছে না গিয়ে সে কি সত্যিই বিধর্মীদের আদালতে যেতে কখনো সাহস করে? তোমরা কি এই কথা জান না যে, পুণ্যজনেরা-ই একদিন বিশ্বজগতের বিচার যখন তোমাদেরই করার কথা, তখন এই সব অতি তুচ্ছ ব্যাপার বিচার করার যোগ্যতাও কি তোমাদের নেই?" (১করি ৬:১-২)

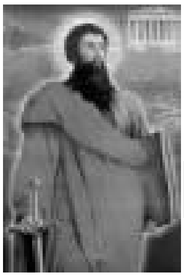

বাণী প্রচারে পলের অনুসারী আমার পথ-চলা

– মানুয়েল সরকার

আমার পূর্বসুরী ধর্মপ্রচারকগণ খ্রীষ্ট বাণীর বীজ বপন ও গাছের যত্ন নিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আমার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সেই গাছের যত্ন নেওয়া। প্রচারকাজ শুরুর পূর্বে আমাকে জগদানন্দকাঠিতে রবিবাসরীয় খ্রীষ্টযাগে বেদী-সেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হত। গীর্জাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের দায়িত্ব পালন করতাম। পরবর্তীতে ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষাদান ও ধর্মীয় গান শেখানোর মধ্য দিয়েই আমার পথ-চলা শুরু। ধর্মীয় কাজে আমার আগ্রহ দেখে তৎকালীন পাল পুরোহিত কাটেখিষ্ট অবর্তমানে আমাকে রবিবাসরীয় উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেন। সেই থেকে ১০ বছর আমি জগদানন্দকাঠিতে পালকীয় সেবাকাজ ও প্রচারকাজে নিয়োজিত। বর্তমানে আমার কর্মস্থল সোনাকুড়। এ কাজে যেমন আনন্দ তেমন আছে দুঃখ। মানুষকে ধর্মীয় পথে গতিশীল রাখতে গিয়ে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে, তিরস্কার, গাল-মন্দ ভাগ্যে জুটেছে। তবু পথ চলছি।

সাধু পল আমাদের নিরুৎসাহিত করেন আমাদের অবহেলা এবং অলসতাকে। তিনি বলেন, “ ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে আমরা তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, যারা অলসতায় দিন কাটাচ্ছে, যে-নীতি তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিখেছ, সেই নীতি যারা মেনে চলছে না, সেই সব ভাইকে তোমরা বরং এড়িয়েই চল। ... তোমাদের কাছে থাকতে আমরা তো কখনো কোন রকম অলসতা করিনি। ... বহু পরিশ্রম করে ক’রে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই সেই সময় দিনরাত কাজ করেছিলাম আমরা, যাতে তোমাদের কারও গলগ্রহ না হই” (২থেসা ৬-৯)।

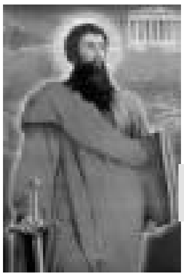

বাণী প্রচারে পলের অনুসারী আমার পথ-চলা

– সিরিল এস. সরকার

পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের অনুগ্রহে আমি বাণী প্রচারের কাজে নিয়োজিত। আমার উপর বাণী প্রচারের যে দায়িত্ব বা আহ্বান রয়েছে তা আন্তরিকতার সাথে পালন করতে সচেষ্ট। সাধু পল বলেছেন, ‘ধিক্ আমাকে, যদি আমি মঙ্গলসমাচার প্রচার না করি’।

সাধু পল যে সকল বিষয়ে নিরুৎসাহিত করতে চান :

- অসৎ জীবন যাপন
- অলসতা
- কলহ-বিবাদ ।

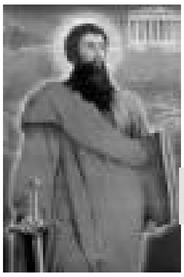

বাণী প্রচারে পলের অনুসারী আমার পথ-চলা

–প্রদীপ সরকার

আমি সবাইকে উৎসাহিত করতে চাই, বাণী প্রচারের মধ্য দিয়ে যেন অনেক কঠিক কাজকে প্রভুর নামে সহজ করে তুলতে পারি। সাধু পলের কথানুসারে বলছি, ‘ তোমরা প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠ’।

সাধু পল যে সকল বিষয়ে নিরুৎসাহিত করতে চান :

সাধু পল বলেন, ‘যা মন্দ কাজ, যে কাজ করলে আমাদের দেহ ও আত্মা দুই অশুচি হয়, সে সমস্ত কাজ থেকে আমরা যেন দূরে থাকি। নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, রাগ এবং প্রতিযোগিতা থেকে যেন দূরে থাকি’।

পলের পত্রগুলোর পরিকল্পনা

পল তাঁর সময়কার লেখার প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে লিখেছেন :

সম্ভাষণ। তাঁর পত্র এভাবে শুরু হয় : অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির প্রতি, অতঃপর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। পল নিজের ও তাঁর সহকর্মীদের নাম উল্লেখ করেছেন; তিনি প্রাপকের নামও উল্লেখ করেন এবং তাদের শুভেচ্ছা জানান।
সব সম্ভাষণগুলি এক এক করে পাঠ করুন। শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের খ্রীষ্টীয় নমুনা কি ?

প্রার্থনা। ঈশ্বর ও যীশুর কাছে একটি ছোট প্রার্থনা উৎসর্গ করা হত।
ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অংশগুলি একটানা পাঠ করুন। পল কি জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করছেন ?

পত্রের প্রধান অংশ। সাধারণত পলের পত্র দু'টি ভাগ লক্ষ্য করা যায়।
শিক্ষাদান : শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অথবা যে বিষয়টি তাঁর খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা ঠিক মত বুঝতে পারে নি, তা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।
পরামর্শ/প্রেরণাদান (কিছু বাইবেল অনুসারে, মুক্তিদায়ক উপদেশ) : যে শিক্ষা তিনি পত্রে তাঁর পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেন, তা থেকে তিনি বাস্তব ফলাফল ফুটিয়ে তোলেন। নৈতিকতা, অথবা খ্রীষ্টীয় আচরণ, এই শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

বিদায় সম্ভাষণ। তাঁর সহকর্মীদের বিভিন্ন খবর জানিয়ে এবং পত্র যাদের কাছে লেখেন, সেই খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে, পল তাঁর পত্র শেষ করেন। সংক্ষিপ্তাকারে আশীর্বাদ জানিয়ে, তিনি পত্র শেষ করেন।

('নবসন্ধি পরিচিতি')

তার্সাসে সাধু পলের কূপ; লোক-কাহিনী প্রচলিত আছে যে, সাধু পল প্রায়ই সময় এ কূপের জল পান করতেন, বর্তমানে এ জলের বিশেষ নিরাময় ক্ষমতা আছে।